আমি শুভ মণ্ডল (Shubha Mandal) । মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নের রথবাড়ী গ্রামে ১৯৯৫ সালের ৮ ই জানুয়ারি একটি দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম । বাবা কৃষিকাজ করেন এবং মা গৃহিনী। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আমি সবার ছোট। ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল একজন ডাক্তার হওয়ার। সে জন্য আমি পড়ালেখার প্রতি বেশি মনোযোগী হই। আমি কদমবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ে ২০০৫ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। আমি পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭৭নং রথবাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যলয় থেকে ২০০৫ সালে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাই। বৃত্তি পরীক্ষার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি প্রথম কম্পিউটার দেখি । সে দিন দেখেছিলাম একটা টেলিভিশনের মত একটা পর্দা আর তার মধ্যে একটা তীর চিহ্নযুক্ত কারসরটা মনে হচ্ছিল এমনি এমনি একজায়গা থেকে অন্য জায়গা চলে যাচ্ছে। আর তার মধ্যে লেখা দেখা যাচ্ছিল। পুরুষ্কারটা নিয়ে আসার সময় শুধু ভাবতেছিলাম ঐ জিনিসটা কি? স্কুলে ফিরে এসে আমি দেখতে পাই সেই টেলিভিশনের মত মনিটর , সিপিউ । এক সময় আমি দেখতে পেলাম স্কুলে সেই টেলিভিশন আর মাইক সেটের মত যে জিনিসটা রাখা আছে ঐ রুমের বাইরে উপরে লেখা কম্পিউটার কক্ষ। তখন আমি বুঝলাম এটার নাম কম্পিউটার। আমার কম্পিউটারে হাতে খড়ি হয় ২০০৫ সালের ডিসেম্বরমাসে শিক্তা রাণী অধিকারী ও মনোজ কুমার বিশ্বাস স্যারের হাতে DNet এর মাধ্যমে। DNet এর মাধ্যমে কদমবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি Computer Literacy Center (CLC) স্থাপন করা হয়। কদমবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে DNet এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে কম্পিউটার শিখানো হয়। ২০০৫ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার শেষ দিন আমাকে শিক্তা ম্যাডাম বললেন " শুভ তোমাদের মধ্যে থেকে ১২ জনের একটা নামের তালিকা দাও , তোমাদের কম্পিউটার শেখানো হবে। " আমি ছিলাম ক্লাশের ক্যাপটেন, তাই দায়িত্বটা আমার উপর এসে পড়ল। আমি ১২ জনের একটা তালিকা তৈরী করে দিলাম যারা পরীক্ষা শেষে কম্পিউটার শিখতে চায়। প্রথম দিন আমি কম্পিউটার রুমে গিয়ে দেখতে পেলাম কম্পিউটারের সাথে আরো অনেক কিছু আছে সেখানে। শ্রদ্ধেয় স্যার মনোজ কুমার বিশ্বাস আমাদের প্রথম কম্পিউটার চালনা শেখান। স্যার আমাদের একটা বইয়ের কথা বললেন " এসো কম্পিউটার শিখি"। আমি বইটা স্যারের কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম।

এসো কম্পিউটার শিখি বইটার পিছনে কয়েকটি কথা লেখা ছিল আমি মূলত সেইটা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। নিম্নে তার একটু বর্ণনা দিলাম-

"এ মডিউল থেকে শিক্ষাগ্রহণের পরে শিক্ষার্থীরাঃ

১। কম্পিউটারের সাথে পরিচিত হবে এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিনতে পারবে।

২। কম্পিউটার পরিচালনা অর্থাৎ কম্পিউটার খুলতে, কম্পিউটার বন্ধ করতে, প্রাথমিক কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে।

৩। কম্পিউটার ব্যবহার করে চিঠি লেখা, ছবি আঁকা,ছোট-খাটো হিসাব নিকাশ করা ইত্যাদি করতে পাবে।

৪। *** আগ্রহী শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির বিশাল জ্ঞান জগতে প্রবেশের উপযোগী হয়ে উঠবে। *** "

আমার বন্ধুরা আমাকে কম্পিউটারে হাত দিতে দিত না। তারা বলতো, তুমি তো ক্লাশে ভালো পার, তবে এখানে অন্তত আমাদেরকে একটু সুযোগ দাও। আমি বসে বসে শুধু দেখতাম । ওরা আমাকে কম্পিউটার ধরতে দিতে দিত না। কিন্তু যখন কোন সমস্যায় পড়তো তখন আমি উকি মেরে দেখতাম কি হয়েছে। আমি মনে করতাম যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে স্যার তো আছেন । তখন আমি ইংরেজি শব্দগুলো বুঝে বুঝে পড়ে সমাধান করার চেষ্ঠা করতাম। আর যখনই সমস্যা সমাধান হয়ে যেত তখন আমার শেখার আগ্রহ বেড়ে যেতে লাগল। একবার স্টার্ট বার উল্টে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়ে গেল আমার এক বন্ধু। আমি সে সমস্যাটা সমাধান করতে পারায় সবাই খুব খুশি। আমার স্যারেরা অনেক খুশি হলেন।

দেখতে দেখতে আমাদের নির্ধারিত সময় ৩২ ঘণ্টার কোর্স শেষ হয়ে গেল। আমাদের গ্রুপের মধ্যে আমি বেশ ভালো পারায় শিক্তা ম্যাডাম আমাকে বলল, তুমি আমাদের সাথে কাজ করবে প্রতিদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর। তার পর থেকে আমি স্যারদের সাথে অন্যান্যদের কম্পিউটার শিখাতাম এবং সেই সাথে আমার মনের যত প্রশ্ন ছিল তার উত্তরগুলো সমাধান করার চেষ্ঠা করতাম। আমি স্কুলে ছুটির পর প্রতিদিন অন্যদের কে কম্পিউটার শিখাতাম। আমার প্রতিদিনের কাজগুলো স্বপ্নে দেখতাম আর ঘুমের ঘোরে সেগুলো বলতাম বলে আমার একটা ডাক নাম তৈরী হয়ে গেল কম্পিউটার ম্যান। সবাই আমাকে কম্পিউটার ম্যান বলে ডাকত।

একদিন একটি কম্পিউটার বার বার বন্ধ হয়ে আবার পুনরায় চালু হয় । এতে অনেক অসুবিধা হতে লাগল। আমি ক্লাশ ফাকি দিয়ে কম্পিউটার রুমে গিয়ে কম্পিউটারটা খুললাম, দেখি ভিতরে ফ্যানে অনেক ময়লা জমে আছে। আমি ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে আবার চালু করলাম । তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম যে বন্ধ হয় কিনা। কিন্তু না এবার আর বন্ধ হচ্ছে না। আমি চুপিচুপি কম্পিউটার রুম থেকে বের হয়ে চলে এলাম। স্কুল ছুটির পরে মনোজ স্যার এসে দেখল যে কম্পিউটারটার বার বার বন্ধ হয়ে যেত সেটা আর বন্ধ হচ্ছে না। আবার একবার একটি কম্পিউটারে কে যেন পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করে ফেলেছে। আমি চুপিচুপি কম্পিউটার রুমে গিয়ে সিপিউ টা খুলি। কিন্তু কি করব বুজতে পাছিলাম না। মাদারবোর্ডে ঘড়ির ব্যাটারির মতো একটা বড় ব্যাটারি দেখতে পেলাম সেটি অনেক চেষ্টা করে খুললাম কিন্তু ততোক্ষণে কম্পিউপটার রুমের দিকে কে যেন আসছিল। তাই আমি একটু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করে কোনরকমে পিসিটা বন্ধ করে আমি রুম থেকে বের হয়ে যাই। টিফিনের সময় আমি আবার কম্পিউটার রুমে যাই এবং বায়োসের ব্যাটারি টা পুনরায় স্থাপন করে পিসি চালু করি। তখন আর পাসওয়ার্ড চায়নি। আমি তো মহা খুশি। স্কুল ছুটির পরে যখন কম্পিউটার ক্লাশ শুরু হলে ম্যাডাম দেখে বলেন কী করে ঠিক হয়ে গেল। আমি তখন বললাম, ম্যাডাম আমি টিফিনের সময় পিসি খুলে (বায়োস) ঘড়ির ব্যাটারির মতো একটা বড় ব্যাটপারিটা খুলে রাখছিলাম। ব্যাটারি লাগানোর পরে চালু করে দেখি আর পাসওয়ার্ড দেয়া লাগতেছে না। যখন কোন কম্পিটারে সমস্যা হতো তখন আমি সেটা সমাধান করার চেষ্ঠা করতাম কিন্তু যেটার সমাধান করতে পারতাম না তার জন্য আমি নিজেই DNet এর সাথে যোগাযোগ করতাম। DNet অফিসে ফোন করতাম একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঠানোর জন্য। সেই সূত্রে আমার পরিচয় হয় অজয় কুমার বোস দাদার সাথে। তার সূত্র ধরে আমার সাথে পরিচয় হয় হান্নান ভাইয়ের সাথে। আর তাই হান্নান ভাইয়ের সাথে আমার বেশি কথা হতো। মাঝে মাঝে আমি অজয় দাদার সাথেও যোগাযোগ করতাম। এমনি আরো অনেক সমস্যা আমি সমাধান করতে করতে বেশ পারদর্শি হয়ে উঠলাম।

একদিন হান্নান ভাই এসেছিলেন কম্পিউটারের কাজ করতে। আমি সারাদিন তার সাথে ছিলাম আর দেখছিলাম কী ভাবে কাজ করে আর যখন যেটা দরকার পরত আমি সেগুলো এগিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন কাজ করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে কম্পিউটারে কোন সমস্যা হলো আমি অজয় দাদার সাথে যোগাযোগ করতাম ইঞ্জিনিয়ার পাঠানোর জন্য। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি।

আমি অজয় দাদার সাথে কথা বলে আরো বেশি অনুপ্রেরণা পেতাম। আমি DNet এর CLC তে ১৮ তম ব্যাচে ভর্তি হই । আমি সহকারী ট্রেইনার হিসেবে ৪ বছর পর্যন্ত স্যারদের সাথে আমার স্কুলে কাজ করি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ২০১০ সালে একটি বই লিখি ," কম্পিটার অপারেটর'স মিনি গাইড।" আমার বিদ্যালয় থেকে কম্পিটার শিক্ষা গ্রহণ করে আমার কম্পিটার শেখার প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। আমি ২০১০ সালে এস.এস.সি পাশ করি। তারপর আমি একাদশ শ্রেনিতে কদমবাড়ী ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। সেখানে আমি DNet এর Computer Literacy Center (CLC) খোলার জন্য আমার কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারকে প্রস্তাব দিই যেন আমাদের কলেজে একটা Computer Literacy Center খোলা হয়। কিন্তু তার আগে DNet একবার আমাদের কলেজে Computer Literacy Center খোলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তাই পরে DNet আমাদের কলেজে Computer Literacy Center খুলতে রাজি হয়নি। আমি মনের দুঃখে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে আসি। কিন্তু আমিও নাছোড বান্দা ছিলাম। আমাদের স্কুলে যার মাধ্যমে ( স্বপন কুমার গায়েন ) DNet এর Computer Literacy Center (CLC) খোলা হয় আমি বাড়ি এসে ওনার বোন কৃষ্ণা (কৃষ্ণা গায়েন) দিরি কাছে ফোন করে স্বপন দাদুর ফোন নাম্বর নিয়ে স্বপন দাদুকে দাদুকে কল করি। কিন্তু আমি ফোনে দাদুকে পেলাম না। কথা বলছিল একটা বাচ্ছাছেলে। আমি তার কথা ভালো বুজতে পারি নি। তার কথা ছিল আদো আদো।

সে আমাকে বলেছিল, " Who is this?

আমি বললাম , " I am Shubha from Bangladesh. I want to talk with Swapan Gayen."

সে বলল, " He is not at home, he will come within 23 hours."

আমি পরের রাত ৮.৩০ টায় আবার স্বপন দাদুকে ফেন করি। কিন্তু কোন ফল হরো না। ফোন রিসিভ করলেন তাঁর স্ত্রী। আমি ৩য় দিন শনিবার রাত ৮.৪৫ টায় ফোন করে দাদুকে লাইনে পেলাম।

আমি বললাম, " I am Shubha speaking from Bangladesh."

দাদু আমাকে বললেন, হ্যা বলো."

আমি বললাম, "দাদু আমাদের কলেজে একটা DNet এর Computer Literacy Center (CLC) খোলার জন্য বলছিলাম।"

দাদু বললেন, " ঠিক আছে তুমি তোমর করেজের প্রিন্সিপালকে বলো আমাদের কলেজে DNet এর Computer Literacy Center (CLC) খোলার আগ্রহ প্রকাশ করছি এই মর্মে আমাকে একটা মেইল পাঠাতে।"

আমি আমার কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারকে বিষয়টা বলি এবং স্যার স্বপন দাদুর কাছে মেইল পাঠায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার কছে যে মেইল এড্রেসটা ছিল তাতে ভুল ছিল। আমি বাড়ি এসে আবার দাদুকে ফোন করি এবং বলি, দাদু আপনার যে মেইলটা আমার কছে আছে তাতে ভুল আছে। আপনি আপনার মেইলটা আমাকে বলেন। স্বপন দাদু বললেন তুমি এতো রাতে পেঅন করেছো কেন? একটু পরে ফোন করতে পারতা। বোকা কোথাকার। আচ্ছা লেখ - ।"

পরে শেষে পিন্সিপাল স্যার মেইল পাঠালে আমাদের কলেজে DNet এর থেকে প্রোগাম ম্যানেজার এটিএম কামরুজ্জামান ভাই আসেন এবং সবকিছু দেখে যান। অবশেষে DNet আমাদের কলেজে ( কদমবাড়ী ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়) Computer Literacy Center (CLC) খোলার উদ্দোক নেয়। সেখানেও আমি আবার কম্পিউটার শেখার সুযোগ পাই । ২০১২ সালে আমি এইচ.এস.সি পাশ করি।

আমি গোপালগঞ্জ গভ: বঙ্গবন্ধু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ২০১৩ সালে ভর্তি হই। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত কম্পিউটারের কাছে। সেখানে আমি একবছর পড়ি। সেটা বাদ দিয়ে আমি এখন কম্পিটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছি। আর তাই এখন কম্পিউটার ম্যান নামটা পরিবর্তন হয়ে দাড়িয়েছে ইঞ্জিনিয়ার বাবু। তাই বাংলাদেশের সমস্ত স্কুল কলেজে DNet এর Computer Literacy Center (CLC) থাকাটা অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গডার প্রত্যয়ে DNet এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী প্রাথমিক ভাবে কম্পিউটার শেখার একটা সুযোগ পাবে। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকা আশু প্রয়োজন। DNet এর কারনে আজ আমি কম্পিউটার সাইন্স পড়ার অনুপ্রেরনা পেয়েছি। DNet এর প্রকল্প উপদেষ্টা অজয় কুমার বোস আমাকে সব সময় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিতেন । DNet আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।

Thank You DNet.